তথ্যের অধিকার আমাদের হাতিয়ার

দি ক্যালকাটা সামারিটানস

প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ২০০৭

প্রকাশক
দি ক্যালকাটা সামারিটানস
৪৮ রিপন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬

মুদ্রক
সৃজনী
৭৮ মিলন পল্লী, কলকাতা ৫৬

লেখা - রংগন চক্রবর্তী
বিন্যাস - তরুণকান্তি বারিক
অলংকরণ - গৌতম চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ১০ টাকা

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫

- আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ / ভারত / ইন্ডিয়া
- আমরা এই দেশের নাগরিক। নাগরিক মানে আমরা ভোট দিতে পারি। আমাদের ভোটেই সরকার / গভর্নমেন্ট তৈরি হয়, বদলে যায়।
- নাগরিক হিসেবে আমাদের কতগুলো অধিকার আছে।
- একটা বড় অধিকার হল - জানবার অধিকার।

জানবার অধিকার মানে কি?

সরকার আমাদের। আমরাই সরকার তৈরি করি। তাই সরকারের কাজ নিয়ে আমরা জানতে চাইতে পারি। আর এই আইন বলছে যে আমরা জানতে চাইলে সরকার আমাদের তথ্য জানাতে বাধ্য। কিছু কিছু বিষয়, যেমন যুদ্ধের সময় সৈন্যরা কোন পথে যাচ্ছে, বা কোনও বাজেট হওয়ার আগে নতুন কোন ট্যাক্স আসছে এগুলো জানাতে হয়তো সরকারের সাময়িক অসুবিধে থাকতে পারে। এগুলো জেনে গেলে তখন যুদ্ধে অসুবিধে হবে, কী কেউ ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা আগেভাগে করে ফেলবে, কিন্তু সাধারণ ভাবে সরকারের কাজকর্ম, খরচের নানান দিকগুলো জানতে চাইলে সরকার সেগুলো আমাদের জানাতে বাধ্য থাকবে।

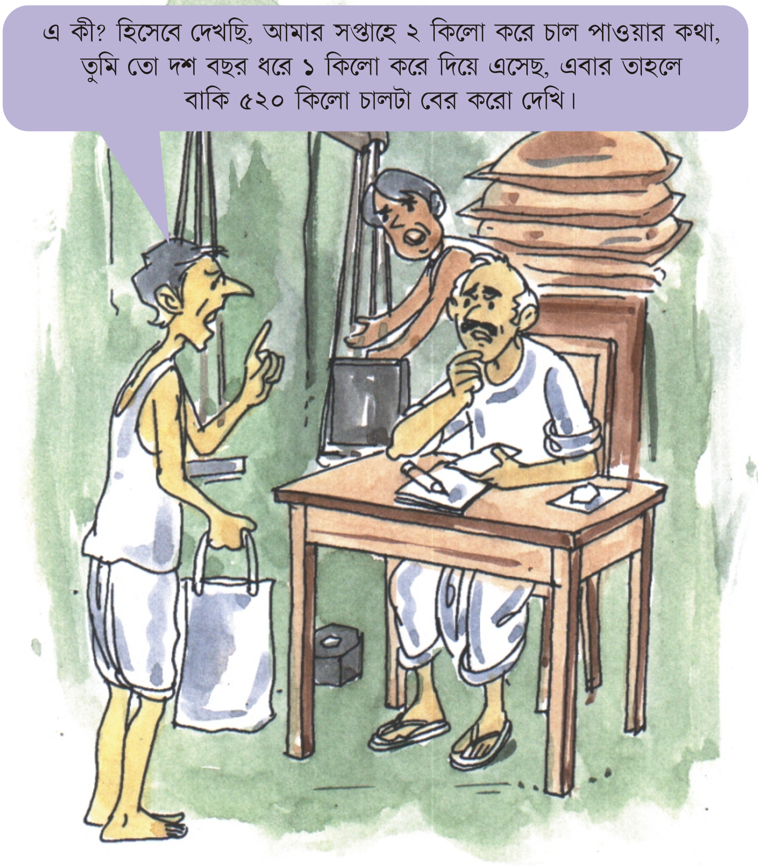

জানবার অধিকার পেলে আমাদের কী সুবিধে?

অনেক সময়ই আমাদের মনে হয়, সরকারি হাসপাতাল, রেশন দোকান, অফিসে সব কিছু স্পষ্ট নয়। যে সুবিধে আমাদের পাওয়ার কথা, যে টাকা যে খাতে খরচ হওয়ার কথা তা যেন হচ্ছে না। জানবার অধিকার থাকলে আমরা জানতে পারবো, আমাদের ধারণাগুলো ভুল না ঠিক-

১। আমরা রেশন দোকানে জানতে পারবো, যতটুকু চাল ডাল চিনি পাওয়ার কথা আমাদের ঠিকঠাক মিলছে কিনা, নাকি কালো বাজারে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

২। গার্জেনরা জানতে পারবো, সরকারের সাহায্য পাওয়া ইস্কুলে যে টাকাটা আসার কথা সেটা ঠিক মত আসছে কিনা, এলেও ঠিকমত খরচ হচ্ছে কিনা, কেউ কেউ ঘুষ দিয়ে ছেলেমেয়ে ভর্তি করছে কিনা, বা পড়ানোতে খরচ না করে সরকারি টাকা দিয়ে অন্য কিছু করা হচ্ছে কিনা।

৩। ছাত্ররা খাতা দেখতে চাইতে পারবো, জানতে পারবো, কেন কোনও বিষয়ে আমরা কত নম্বর পেলাম।

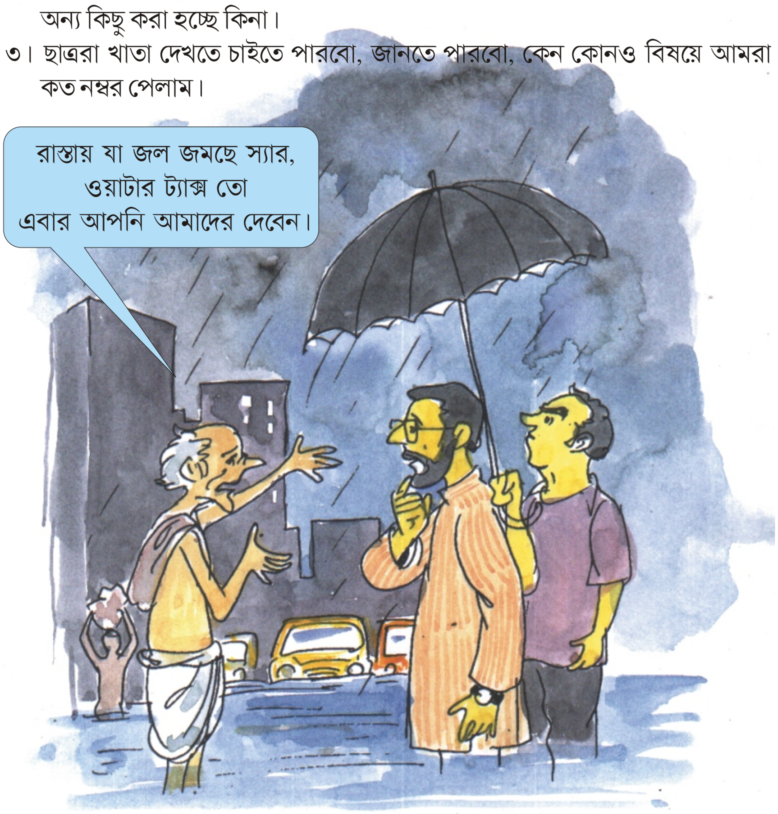

৪। ছোট ব্যবসাদাররা জানতে পারবো কোন ভিত্তিতে লাইসেন্স বা সরকারি সাহায্য দেওয়া হয়। আমরা এটাও নজর রাখতে পারবো যে সরকার যে যোগ্যতার ভিত্তিতে অনুদান, লাইসেন্স দিচ্ছেন, সেগুলো ঠিক কিনা, নাকি সেগুলো বদলানো দরকার।

৫। বেকাররা জানতে পারবো, সরকারি চাকরি কী ভিত্তিতে দেওয়া হয় বা আমার নামটা ওয়েট লিস্টে কত নম্বরে আছে, যাতে কেউ অন্যায় ভাবে টপকে যেতে না পারে।

৬। সরকারি নানান সেবা যেমন জল, বিদ্যুৎ এ সব অফিসেও কী হিসেবে কাজ হয়, আমরা জানতে পারবো। কোন অফিসার ফাইলটা দেখছিলেন, তাঁর কাছে কত দিন ছিল, আর তিনি সে বিষয়ে কী করেছেন, সবই জানা যাবে।

৭। অবসরপ্রাপ্তরা জানতে পারবো আমাদের প্রভিডেন্ড ফান্ড বা পেনশন পেতে দেরি হচ্ছে কেন, কার গাফিলতিতে। বিধবারা জানতে পারবো বিধবার পেনশন কেন কোথায় আটকে আছে।

যদি দেশের খোঁজ খবর রাখতে চাই তবে আমরা জানতে পারবো–

১। কোন সরকারি হাসপাতালে কোন কারণে রোগীর মৃত্যু ঘটেছে। যে কটি ডাক্তার বা নার্সের পদ আছে, তার কটাতেই বা নিয়োগ হয়েছে।

২। সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের নিয়মিত হাজিরার হার কেমন।

৩। স্থানীয় জেলে কত জন বন্দী রাখার জায়গায় কত জনকে ঠেসেঠুসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪। কারখানা পরিদর্শকরা কোনও কারখানা ক্ষতিকর পদার্থ বাতাসে কিংবা জলে মেশাচ্ছে কিনা এটা কত নিয়মিত খেয়াল রাখছেন।

৫। কাজে গাফিলতির জন্য পৌরসভা কজন ঠিকাদারকে কালো তালিকায় ফেলেছেন, তাদের মধ্যে আবার কত জন দিব্যি কাজ করে চলেছেন।

৬। সরকারি অফিসার, এম পি, এম এল এ-রা কত মাইনে পাচ্ছেন।

এরকম ভাবে অনেক বিষয়ে আমরা জানতে পারবো,
সরকারি দফতরগুলো যাতে আমাদের স্বার্থে কাজ করে সেটা খেয়াল রাখতে পারবো।

কোথা থেকে তথ্য পাবো?

- গোটা দেশের সব রাজ্য আর কেন্দ্রশাসিত এলাকার মানুষ এই তথ্য চাইতে পারবেন। জম্মু ও কাশ্মীরে বিশেষ অবস্থা বলে সেখানে এই আইন এখন চালু হবে না।
- যে যে সংস্থা সম্পর্কে এই ধরণের তথ্য জানতে চাওয়া যাবে সেগুলো হল-
  – সংবিধান অনুযায়ী তৈরি হওয়া সংস্থা।
  – লোকসভা বা রাজ্যের বিধানসভার আইন অনুযায়ী তৈরি হওয়া সংস্থা।
  – কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তৈরি হওয়া সংস্থা।
  – রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন বা সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা। এর মধ্যে সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত এন জি ও বা অ-সরকারি সংগঠনও পড়বে।

- আমরা পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, বি ডি ও অফিস, জেলা কালেক্টরের অফিস, সব সরকারি অফিস, সেনাবাহিনী, সরকারের সাহায্য নেয় এমন সব স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক সেক্টর সংস্থা, সরকারি ব্যাঙ্ক সম্পর্কে তথ্য চাইতে পারি।
- আমরা সব এন জি ও যাদের সমাজের কাজে লাগার জন্য সরকারি সাহায্য পাঠানো হয়, তাদের কাছেও তথ্য চাইতে পারি।

ও প্রধান সাহেব,
তোমরা ওই মিড ডে মিলের টাকা
কী ভাবে খরচ করছ,
জানতে এলাম।
বসুন, বসুন,
আপনাকে অবশ্যই জানাবো।
আইন হয়ে গেছে তো।

কে আমাদের তথ্য দেবেন?

তথ্যের অধিকার আইন বলছে যে কোনও সরকারি দফতরের কর্তাই আমাদের সাহায্য করতে পারেন। তবে দু জনকে এই দায়িত্ব বিশেষ করে দেওয়া হয়েছে।

পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার - পি আই ও (জন-তথ্য আধিকারিক)

সব সংস্থায় কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসনের স্তরে এক জন পি আই ও থাকবেন যিনি তথ্যের জন্য আবেদন নেওয়া ও এই আবেদনগুলোর যথাযথ ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকবেন। কেউ যদি আবেদন করতে গিয়ে অসুবিধেয় পড়েন, তাঁদের সাহায্য করার দায়িত্বও এই অফিসারের। সব অফিসে এই অফিসারের নাম পরিষ্কার করে টাঙিয়ে রাখতে হবে, ওয়েব সাইটেও এঁর নাম স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার - এ পি আই ও (সহকারী জন-তথ্য আধিকারিক)

উপ-জেলা বা সাব ডিভিসন স্তরে এক জন সহকারী পি আই ও থাকবেন। এঁরা স্থানীয় আবেদনগুলোকে পি আই ও-র কাছে পৌঁছে দেবেন। দূর দূরান্তের মানুষ যাতে এই সুযোগ পান তাই এই ব্যবস্থা। এ পি আই ও আবেদনগুলো ৫দিনের মধ্যে পি আই ও-কে পৌঁছে দিতে বাধ্য থাকবেন। এ পি আই ও এমনিতে নিজে তথ্য দিতে বাধ্য নন, সেটা পি আই ও-র দায়িত্ব। তবে তথ্যটা যদি সহজলভ্য হয়, তবে উনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা জানিয়ে দিতে পারবেন।

কী কী দেখতে চাওয়া যেতে পারে

- সব রকমের দলিল, নথি ইত্যাদি নিজের চোখে দেখতে চাওয়া যেতে পারে।
- প্রত্যয়িত নকল বা সার্টিফায়েড কপি চাওয়া যাবে।
- ডিস্ক, ফ্লপি, টেপ, ভিডিও, প্রিন্ট আউট ইত্যাদি ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা যেকোনও ধরণের তথ্য প্রমাণই লভ্য হতে হবে।

কোন তথ্য পাওয়া যাবে না

ক) যে তথ্য প্রকাশ হলে দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ক, বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ হানি হতে পারে, কোনও দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে, বা কোনও ধরণের অপরাধ সংগঠিত হতে পারে।

খ) কোনও আদালত যে বিষয়ে তথ্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছে।

গ) যে তথ্য প্রকাশ হলে লোকসভা বা বিধানসভার অধিকার ভঙ্গ হতে পারে।

ঘ) তথ্যটা কোনও একটা সংস্থার ব্যবসা সংক্রান্ত একটা এমন গোপনীয় তথ্য যেটা প্রতিযোগীদের হাতে গেলে ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে।

ঙ) এমন একটা তথ্য যেটা কোনও ডাক্তার, উকিল তাঁর রোগী বা ক্লায়েন্ট সম্পর্কে জানেন, এবং সবাইকে জানাতে বাধ্য নন।

চ) যে তথ্য কোনও অন্য দেশের সরকার বিশ্বাস করে দিয়েছেন।

ছ) যে তথ্য জানাজানি হলে কোনও মানুষের জীবনের ঝুঁকি দেখা দেবে।

জ) যে তথ্য প্রকাশিত হলে কারও বিরুদ্ধে তদন্ত, গ্রেফ্‌তার করা বা শাস্তি বিধানের অসুবিধে হবে।

ঝ) কোনও বিষয়ে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত চলাকালীন সে বিষয়ের তথ্য, অবশ্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তথ্য প্রকাশে অসুবিধে নেই।

ঞ) এমন কোনও ব্যক্তিগত তথ্য যার সঙ্গে জনস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই কিন্তু যেটা জানাজানি হলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে।

ট) যে তথ্য প্রকাশ হলে রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনও সংস্থার অধিকারে হস্তক্ষেপ হবে।

যে তথ্য লোকসভা এবং বিধানসভার সদস্যরা পেতে পারেন সে তথ্য সব নাগরিক পেতে পারেন। তথ্য পাওয়ার পথটা কী?

১। **প্রথমেই জানতে হবে যে ওই তথ্যটা কোন সংস্থার কাছে পাওয়া যাবে।**
যেমন ধরুন পাড়ার একটা রাস্তা মেরামতে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল জানতে চান, তাহলে প্রথমে আপনার জানতে হবে যে এই তথ্যটা দিতে পারে পুরসভা। এইভাবে সংস্থা ও দপ্তরটিকে প্রথমে বের করে নিতে হবে। তবে তা যদি নাও পারেন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কারণ তথ্য অধিকার বলে আপনি যে দপ্তরে আবেদন জমা দেবেন, বিষয়টি যদি তাদের অধীনে না হয়, তবে তাঁদের দায়িত্ব ঠিক দপ্তর খুঁজে বের করে পাঁচদিনের মধ্যে আপনার আবেদন সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া, এবং সেটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া। এরপর যাদের পাঠানো হল, তাদের দায়িত্ব ৩০ দিনের মধ্যে আপনাকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো।

২। **সংস্থাটাকে চেনবার পর, আপনাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারটিকে চিনতে হবে।**
ওয়েবসাইটে বা ওই অফিসে টাঙানো নাম থেকে পি আই ও-র নাম আপনার জেনে নেওয়া উচিৎ। যদি আপনি আবেদন কোনও এ পি আই ও-র কাছে জমা দেন তবে

সময়সীমা ৩০ থেকে বেড়ে ৩৫ দিন হবে। সব অফিসে পি আই ও বা এ পি আই ও-র নাম টাঙানো থাকা বাধ্যতামূলক।
যদি কোনও সরকারি সংস্থা পি আই ও নিয়োগ না করে থাকে আপনি কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন বা রাজ্য তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে পারেন।

৩। **একটা পরিষ্কার আবেদন লিখে ফেলুন।**
আপনি হাতে লিখে, টাইপ করে বা কমপিউটারের মাধ্যমে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আবেদন করতে পারেন। ইংরেজি, হিন্দী বা স্থানীয় সরকারি ভাষা ব্যবহার করুন। আবেদনটা পরিষ্কার করে লিখবেন, যাতে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্যটাই আপনি পান, অপ্রয়োজনীয় তথ্য যাতে আপনাকে পয়সা দিয়ে কিনতে না হয়।

৪। **আবেদনটা জমা দিন।**
আপনি পি আই ও বা এ পি আই ও-র কাছে আবেদনপত্রটি হাতে হাতে বা ডাকে বা ফ্যাক্সে বা ই-মেলে দিতে পারেন। ডাকে পাঠালে রেজিস্ট্রি করে বা আন্ডার সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং পাঠানো ভালো, যাতে পাঠানোর প্রমাণ থাকে। হাতে দিলে রসিদ অবশ্যই নেবেন। দেখবেন রসিদে যেন জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় দেওয়া থাকে। আবেদনের সঙ্গে ফি দিতে হবে। বিভিন্ন রকম তথ্যের জন্য বিভিন্ন ফি ধার্য করা হয়েছে। ফি দিয়ে অবশ্যই রসিদ নেবেন।

প্রশ্ন তুলুন

অন্য সব রাজ্যে চেক, নগদ, মানি অর্ডার, ব্যাঙ্ক ড্রাফট ইত্যাদি দেওয়া যায়, পশ্চিমবঙ্গে শুধু কোর্ট ফিজ-এর নিয়ম চালু। সাধারণ মানুষের পক্ষে এতে অসুবিধে বাড়ে, তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা কমে। এ নিয়ম কেন?

জেনে রাখুন

দারিদ্রসীমার নীচের (বিপিএল) মানুষদের ক্ষেত্রে ফি মকুব করা হবে।

৫। **তথ্যের জন্য অপেক্ষা করুন**
পি আই ও-র কাছে জমা দিলে ৩০ দিন, এ পি আই ও-র কাছে জমা দিলে ৩৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে ৪৮ ঘন্টার মধ্যেও তথ্য পাওয়ার দাবী জানাতে পারেন। যেমন ওয়ারেন্ট ছাড়া পুলিশ কাউকে তুলে নিয়ে গেলে তার বন্ধু, পরিবার, বা যে কেউ পুলিশ বিভাগের পি আই ও-র কাছে তথ্য চাইতে পারেন, এবং দুদিনের মধ্যে তাঁকে উত্তর দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে আবেদনে পরিষ্কার ভাবে বিষয়টি যে জীবন ও স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত সেটা লিখে দেওয়া দরকার।

তথ্যের আবেদন করেছেন, ৩০ দিন পরে আসুন।
তত দিনে তো লাশ ঘাস হয়ে যাবে। এটা তো জীবন মরণের মামলা আপনাকে ৪৮ ঘন্টা সময় দিচ্ছি।

নমুনা আবেদনপত্র

প্রতি : গণ তথ্য আধিকারিক
বিভাগ...
ঠিকানা..

আবেদনকারীর নাম ....
আবেদনকারীর ঠিকানা..
আবেদনকারীর ফোন নং ....
আবেদন জমার তারিখ ....
যে বিভাগ সম্পর্কে তথ্য চাই .... (যেমন, রাস্তা নির্মাণ বিভাগ)
যে তথ্য প্রয়োজন..
(সুনির্দিষ্ট ভাবে লিখবেন)
লিখবেন না : আমার বাড়ির সামনে রাস্তা মেরামত হল না কেন।
লিখবেন : ১। অরবিন্দ সরণী (আপনার বাড়ির সামনের রাস্তার নাম) ঠিক করতে গত ২ বছরে কত টাকা মঞ্জুর হয়েছিল? ২। এর কত টাকা খরচ হয়েছে? ৩। কাজটি কোন ঠিকাদার করেছিল? ৪। টেন্ডারের কাজের বিবরণ কী ছিল? ৫। কাজটি সম্পূর্ণ হয় কবে? ৬। যে পুর অফিসার কাজটি তত্বাবধান করেন, ও কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে রিপোর্ট দেন তাঁর নাম ও পদ কী?

যে সময়ের জন্য তথ্য চাই : জানুয়ারি ২০০৫ - এপ্রিল ২০০৭।

যে তথ্য চাই : রেকর্ডগুলি দেখার অনুমতি, প্রয়োজনীয় দলিলের প্রত্যয়িত নকল

ফি দাখিলের প্রমাণ : রসিদ নং.. তারিখ...

আবেদনকারী কি দারিদ্রসীমার নীচে তালিকাভুক্ত? হ্যাঁ/না

(হ্যাঁ হলে তার প্রমাণ)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর...

এটি একটি সাধারণ নমুনা। পিআইও-র সঙ্গে আলোচনা করে আপনার আবেদনটি পাঠাবেন।

যদি তথ্য চেয়েও না পাই

তথ্য চেয়েও না পেলে আপনি আপিল করতে বা অভিযোগ করতে পারেন। আপিল মানে আপনি পি আই ও-র উচ্চতর অফিসারের কাছে যেতে পারেন। আপনাকে সিদ্ধান্ত পাওয়ার বা যেদিন পাওয়ার কথা ছিল, সেদিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে। আপিল অবশ্যই লিখিত হতে হবে। কোনও কোনও রাজ্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্র তৈরি করেছেন, সেগুলোর বিষয়ে খোঁজ নিয়ে নেবেন।

আপনি আবার সরাসরি অভিযোগ করা রাস্তায়ও যেতে পারেন। যদি দেখেন যে সংস্থায়

পি আই ও নিয়োগই হয়নি, আপনার আবেদন কেউ নিচ্ছেই না, অযৌক্তিক রকমের বেশি ফি চাওয়া হচ্ছে, অসম্পূর্ণ, ভুল বা মিথ্যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, আপনি তবে ইনফরমেশন কমিশনের কাছে অভিযোগ করতে পারেন। এই ধরণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে পি আই ও-র প্রতিদিন ২৫০ টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। যদি কোনও পি আই ও এই আইন বারবার লঙ্ঘন করেন, তবে তথ্য কমিশন তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আদেশ দিতে পারে।

প্রয়োজন বুঝলে আপনি রাজ্যের হাইকোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টেও মামলা করতে পারেন।

তথ্যের অধিকার কী করে ছড়ানো যায়?

তথ্যের অধিকার আইনটা আমাদের একটা মৌলিক অধিকার স্বীকার করে। দেশটা আমাদের, সরকার আমাদের। টাকা আমাদের উপর ট্যাক্স বসিয়েই নেওয়া হয়। কিন্তু সরকারি আমলা, মন্ত্রী, পুলিশ এঁদের অনেক সময়ই একটা ভাব যে টাকা আর ক্ষমতা নিয়ে নয় ছয় করার অধিকার ওঁদের আছে। ওঁরা আমাদের কাছে কোনও জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। ওঁদের আমাদের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তথ্যের অধিকার আইন চোখে আঙুল দিয়ে এটাই দেখায় যে সে কথা একেবারেই সত্যি নয়। আমরা সত্য কথাগুলো জানতে চাইতে পারি, কীসে কত খরচ হচ্ছে। কোন টাকা নষ্ট হচ্ছে, কে নষ্ট করছে, কী কারণে করছে এই সব কিছুই জানবার অধিকার, আমাদের মানে সাধারণ নাগরিকদের আছে।

যদি কেউ সৎ অফিসার, মন্ত্রী হন, তাঁর তো আইনকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বরং তাঁর তো ভালই। ধরুণ, যদি দেখা যায় যে একটা এলাকায় রাস্তা তৈরির বাজেট এত কম যে সেখানকার পুরসভা ওই টাকার সবটা একেবারে সৎ ভাবে ব্যয় করেও কিছু করতে পারছে না তখন তো নাগরিকরাই তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন, আন্দোলন হবে যে রাস্তার বাজেট বাড়ানো হোক। কাজেই, এই আইনটা তো নাগরিক, প্রশাসন দুজনের পক্ষেই ভাল।

আমরা সবাই জানি আইন হলেই সব বদলে যায় না। অনেক জায়গা থেকে আমাদের এই অধিকার আটকানোর চেষ্টা করা হবে। অনেক পি আই ও অকারণে আবেদন বাতিল করবেন, অনেকে নানা ছুতোয় আইন বাঁচিয়ে আমাদের তথ্য না দিয়ে পার পেয়ে যাওয়ায় চেষ্টা করবেন। তার মানে কিন্তু এই নয় যে তাঁরা সবাই চুরি করছেন। আসলে আমাদের রাষ্ট্র শাসনের কালচারটাই হল, সাধারণ মানুষকে সম্মান না করা। আমাদের জানতে চাওয়াকে অনধিকার চর্চা আর ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস বলে ধরে নেওয়া।

হাতে নাতে ফল- কয়েকটি অভিজ্ঞতা।

১। নানু এই শহরের একজন গৃহহীন যুবক। শহরের রাস্তার ময়লা ফেলার কাজ করে। সে তার রেশন কার্ড হারিয়ে ফেলেছিল। এই বছরের জানুয়ারি মাসে সে ডুপ্লিকেট রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করেছিল। ৩ মাস ধরে সে ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইজ-এর

অফিসে ঘোরাঘুরি করেছে। কিন্তু সেই অফিসের কর্মচারী ও অফিসাররা তাকে কোনও সাহায্য করেনি। এরপর নামু তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী তাকে ডুপ্লিকেট কার্ড দিতে এই দেরি করার জন্য ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে কী ভাবে অভিযোগ আনা যায় জানতে চেয়ে আবেদন করে।

কী জানতে চাইলো নানু?

আমি ২৭ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে ডুপ্লিকেট রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করেছিলাম। আমাকে জানান এই আবেদন নিয়ে এতদিনে দৈনিক কতটা করে কাজ এগিয়েছে। কবে কোন অফিসারের কাছে এই আবেদন পৌঁছেচে, কতক্ষণ বা কতদিন এই আবেদন তাঁর টেবিলে ছিল, এবং এ ব্যাপারে তিনি কী ব্যবস্থা নিলেন।

পরের দিন ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই অফিস থেকে সে কার্ড পেয়ে যায়। ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই অফিসার তাঁকে অনুরোধ করেন যেন সে ওই তথ্যের অধিকারের আবেদনটা তুলে নেয়।

২। ত্রিবেণী স্কুল ফাইনাল পাশ। অবাক হয়ে লক্ষ করছিল যে রসিদে ওর সইয়ের জায়গায় টিপ ছাপ দিয়ে ওর রেশন দোকানি সব মাল সরিয়ে ফেলছিল। ৬ মাস ধরে ত্রিবেণী চাল গম কিছুই পায়নি। দোকানে গেলেই দেখত হয় দোকান বন্ধ, নইলে দোকানি বলতো, মাল নেই। ত্রিবেণী খুব গরিব মেয়ে, ঝুপড়িতে থাকে। ওর কাছে অতি দরিদ্রদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া অন্ত্যোদয় কার্ড আছে। সবশেষে ও তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করলো।

কী জানতে চাইলো ত্রিবেণী?

১। সরকারে খাতায় আমার নামে কত চাল গম দেওয়া হয়েছে।

২। রসিদগুলোতে কী দেখানো হয়েছে

৩। রসিদের কপি আমি দেখতে চাই

একমাস পরে ওকে সরকার থেকে জানানো হল যে ওর নামে দু-টাকা কিলো দরে ২৫ কিলো গম আর ৩ টাকা কিলো দরে ১০ কিলো চাল লেখা আছে। রসিদে ওর নামে টিপসই দেখানো ছিল। এবার ও রেশন দোকানির বিরুদ্ধে সই জাল করার প্রমাণ পেল। রেশন দোকানদার ত্রিবেণীর বাড়িতে এসে অনুনয় বিনয় করে বলল, এরকম ভুল আর হবে না। এরপর থেকে ত্রিবেণী ঠিক দামে ঠিক চাল গম পেয়ে চলেছে।

তথ্য আমরা জানবোই

স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল অবস্থা কেন?
রেশন কার্ড ৬ মাসেও পাননি?
সর্বশিক্ষা অভিযানের টাকা ফেরৎ?
উচ্ছেদ হওয়া মানুষের পুনর্বাসনের কী হবে?

তথ্যের অধিকার। আমাদের হাতিয়ার।

দুর্নীতি মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে
তথ্যের অধিকার আমাদের হাতিয়ার।
আসুন তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ সম্পর্কে জানি ও জানাই।

আপনি লিখিত ভাবে অভিযোগ তথ্য কমিশনে জানাতে পারেন-

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশন
ভবানী ভবন, দ্বিতীয় তলা, কলকাতা ৭০০০২৭
ফোন / ফ্যাক্স 033 2479 1966

Central Information Commission
Block No 4, 5th Floor, Old JNU Campus, New Delhi 110011
Phone : 011-26717354, Fax : 011-26717352
Website : www.cic.gov.in
E-mail : pkp.shreyaskar@nic.in

তথ্যের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলে ফোন করুন

আর টি আই হেল্প লাইন

৯৪৩৩৬ ২০১৯২

যোগাযোগ

দি ক্যালকাটা সামারিটানস
৪৮ রিপন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন 2229 5920, 2229 9731, 2227 6343
E-mail : emcal@vsnl.com

সহযোগিতায়- গৃহ অধিকার মঞ্চ, অ্যাকশন এইড